প্রেমতত্ত্ব

হ্লাদিনী-সম্বিৎ-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তি। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছার নাম প্রেম। ইহা প্রাকৃত মনের একটী প্রাকৃত বৃত্তিবিশেষ নহে। ইহা হ্লাদিনী-সম্বিদংশ-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তি-বিশেষ; সুতরাং প্রেম স্বরূপতঃ চিদ্‌বস্তু; তাই, প্রাকৃত জীবের প্রাকৃত মনে ইহার আবির্ভাব অসম্ভব। ভগবৎকৃপায় সাধনপ্রভাবে জীবের চিত্ত হইতে যখন ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা-আদি সমস্ত মলিনতা নিঃশেষে দূরীভূত হইয়া যায়, তখনই তাঁহার চিত্তে শুদ্ধসত্ত্ব আভির্ভূত হইয়া ভক্তি বা প্রেমরূপে পরিণত হইতে পারে—তৎপূর্ব্বে নহে। নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকরদের চিত্তে অনাদিকাল হইতেই প্রেম বিরাজিত।

চিত্তে যখন প্রেমের উদয় হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত মমতা জন্মে; এই মমতা-বুদ্ধির ফলে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্ত্বা-জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধান বিলুপ্ত হইয়া যায়; ভক্ত তখন শ্রীকৃষ্ণকে আর ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন না—পরম আত্মীয় বলিয়া মনে করেন; লৌকিক জগতে সখা, পুত্র, প্রাণ-পতি প্রভৃতির সহিত লোকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার পরিকর-ভক্তদের তদপেক্ষাও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার নিমিত্ত সর্ব্বদা লালায়িত—শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন; শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় বিষয় ব্যতীত অন্য কোনও ব্যাপারেই তাঁহাদের আর অনুসন্ধান থাকে না। ধ্বংসের কারণ উপস্থিত হইলেও এই প্রেমবন্ধন ছিন্ন হয় না। এই প্রেম যতই গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়, ততই শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, শ্রীকৃষ্ণকে প্রীত করার চেষ্টায়ও অন্যাপেক্ষা ক্রমশঃ দূরীভূত হইতে থাকে; প্রেমের গাঢ়তম অবস্থায় বেদ-ধর্ম্ম, স্বজন-আর্য্যপথাদি এবং সর্ব্ববিধ সম্বন্ধের অপেক্ষা পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়া যায়, ভক্ত তখন নিজাঙ্গদ্বারাও শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধানের চেষ্টা করেন।

প্রেমের পরিণতি। প্রেম ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে হইতে যথাক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব আখ্যাপ্রাপ্ত হয়; এইগুলি প্রেম-বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্তর; মহাভাবই ঊর্দ্ধতম স্তর।

স্নেহ। প্রেম যখন উৎকর্ষ লাভ করিয়া প্রেমবিষয়ের উপলব্ধিকে প্রকাশিত করে এবং চিত্তকে দ্রবীভূত করে, তখন তাহাকে স্নেহ বলে। প্রেমেও উপলব্ধি আছে সত্য; কিন্তু তৈলাদির প্রাচুর্য্যবশতঃ দীপের উষ্ণতা ও উজ্জ্বলতার আধিক্যের ন্যায় প্রেম অপেক্ষা স্নেহে শ্রীকৃষ্ণোপলব্ধির ও চিত্তদ্রবতার আধিক্য। স্নেহের উদয় হইলে শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদির দ্বারাও দর্শনাদির লালসা পরিতৃপ্ত হয় না।

মান। এই স্নেহ যখন উৎকৃষ্টতা লাভ করিয়া অননুভূতপূর্ব্ব নূতন মাধুর্য্য অনুভব করায় এবং নিজেও স্বীয় ভাব গোপনের নিমিত্ত কুটিলতা ধারণ করে, তখন তাহাকে মান বলে। মানে স্নেহ অপেক্ষা মমতাবুদ্ধির আধিক্য আছে বলিয়াই কুটিলতা সম্ভব হয়—ইহা স্বার্থমূলক ঘৃণিত কুটিলতা নহে, ইহা প্রীতিরই একটা বৈচিত্রী; ইহাতে প্রিয় ব্যক্তির (শ্রীকৃষ্ণের) তুষ্টিরই পুষ্টি সম্পাদিত হয়।

প্রণয়। মমতাবুদ্ধির আরও আধিক্যবশতঃ মান আরও উৎকর্ষ লাভ করিয়া যখন এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়, যাহাতে নিজের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ এবং পরিচ্ছদাদির সহিত প্রিয়জনের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ এবং পরিচ্ছদাদিকে অভিন্ন বলিয়া মনে করায়, তখন তাহাকে প্রণয় বলে।

রাগ। এই প্রণয় আবার উৎকর্ষ লাভ করিয়া যখন এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়, যাহাতে কৃষ্ণপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলে অত্যন্ত দুঃখকেও সুখ বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তিতে অত্যন্ত সুখকেও পরম দুঃখ বলিয়া প্রতীতি জন্মে, তখন তাহাকে রাগ বলে।

অনুরাগ। এই রাগ যখন আরও উৎকর্ষ লাভ করে, তখন সর্ব্বদা অনুভূত প্রিয়জনকেও (শ্রীকৃষ্ণকেও) প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন নূতন বলিয়া মনে হয়। এই অবস্থায় উন্নীত প্রেমকে বলে অনুরাগ।

ভাব। এই অনুরাগের চরম-পরিণতিকে বলে ভাব। যে দুঃখের নিকট প্রাণবিসর্জ্জনের দুঃখকেও তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়, কৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত সেই দুঃখকেও ভাবোদয়ে পরমসুখ মনে হয়।

ভাব ও মহাভাব। শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামী ভাব ও মহাভাব একার্থবোধক রূপেই ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু কবিরাজগোস্বামী ভাব ও মহাভাবে একটা পার্থক্য সূচনা করিয়াছেন—ভাবের পরবর্ত্তী ঊর্দ্ধতর স্তরকে তিনি মহাভাব বলিয়াছেন; কিন্তু ভাব ও মহাভাবের মধ্যবর্ত্তী সীমা সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই; কিংবা ভাব হইতে মহাভাবের পার্থক্য কি, তাহাও বলেন নাই।

মাদন। যাহা হউক, প্রেমবিকাশের এসমস্ত বিভিন্ন স্তরের আবার অনেক বৈচিত্রী আছে। মহাভাবের আবার দুইটী স্তর আছে—মোদন ও মাদন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে যত রকম আনন্দ-বৈচিত্রী জন্মিতে পারে, মাদনে তৎসমস্তেরই যুগপৎ অনুভব হয়—ইহাই মাদনের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধা ব্যতীত এই মাদনাখ্য-মহাভাব অপর কাহারও মধ্যেই অভিব্যক্ত নহে, এমন কি লীলায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও মাদনের অভিব্যক্তি নাই।

জীবের যথাবস্থিত দেহে—সাধনমার্গে তিনি যতই উন্নত হউন না কেন—প্রেম পর্য্যন্ত আবির্ভূত হইতে পারে; স্নেহ-মান-প্রণয়াদির আবির্ভাব যথাবস্থিত দেহে সম্ভব নহে; প্রাপ্তপ্রেম সাধক-জীবের দেহ-ভঙ্গের পরে যখন ভগবল্লীলাস্থলে তাঁহার জন্ম হইবে, তখন তাঁহার মধ্যে নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সঙ্গের প্রভাবে স্নেহ-মান-প্রণয়াদির স্ফুরণ হইতে পারে।

জীবে প্রেমের আবির্ভাব। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম, সাধ্য কভু নয়। শ্রাবণাদি-শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ॥২।২২।৫৭॥" কৃষ্ণপ্রেম অনাদিকাল হইতেই নিত্য বিদ্যমান; সাধনাদিদ্বারা ইহা গঠিত হয় না, আবির্ভূত হয় মাত্র। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে চিত্ত যখন নির্ম্মল হয়, তখন সেই নির্ম্মল চিত্তে প্রেমের উদয় হয়। উদ্ধৃত পয়ারে "উদয়"-শব্দ প্রয়োগের একটা সার্থকতা আছে। সৌরমণ্ডলের মধ্যে সূর্য্যের স্থান অবিচলিত হইলেও পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে বলিয়া পৃথিবীস্থ কোনও একস্থান হইতে সূর্য্যকে সর্ব্বদা এক যায়গায় দেখা যায় না। কোনও এক নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে যেস্থলে সূর্য্যের উদয় দৃষ্ট হয়, পৃথিবীর তুলনায় সূর্য্য পূর্ব্বে সে স্থলে ছিলনা; পৃথিবীর ঘূর্ণনবশতঃ যখন সেস্থানে আসিয়া পড়ে, তখনই সূর্য্যের উদয় দৃষ্ট হয়—অর্থাৎ পৃথিবীর তুলনায়, সূর্য্য অন্যস্থান হইতে উদয়-স্থলে আসে। তদ্রূপ নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমও হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষরূপে সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণেই অবস্থান করে (হ্লাদিনী স্বরূপ-শক্তি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণস্বরূপেই নিত্যবিরাজিত)। পরম-করুণ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই তাহাকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছেন (প্রীতিসন্দর্ভঃ।৬৫॥); জীবের মলিন-চিত্তে তাহা গৃহীত হয়না। চিত্ত যখন শুদ্ধ হয়, তখন তাহা সেই চিত্তে গৃহীত হইয়া প্রেম নামে খ্যাত হয়। সূর্য্য যেমন অন্যস্থান হইতে উদয়-স্থলে আসে, তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেমও শ্রীকৃষ্ণ হইতে সাধকের শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে আসিয়া আবির্ভূত হয়। জীবের মধ্যে হ্লাদিনী (স্বরূপ-শক্তির কোনও বৃত্তিই স্বরূপতঃ) নাই বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হ্লাদিনীর বৃত্তি-বিশেষ সাধকের শুদ্ধচিত্তে আসিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করে।

শ্রীরাধা-তত্ত্ব

স্বরূপ। হ্লাদিনীর অধিষ্ঠাত্রী। শ্রীরাধা স্বরূপ-লক্ষণে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের বিকৃতি বা ঘনীভূত অবস্থাস্বরূপ। হ্লাদিনীর সার হইল প্রেম ; আর প্রেমের পরম সার হইল মাদনাখ্য-মহাভাব। শ্রীরাধিকা এই মাদনাখ্য-মহাভাব-**স্বরূপিণী।** তিনি মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনী-শক্তি, প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানই তাঁহার কার্য্য। তিনি শ্রীকৃষ্ণের কান্তাভাবের পরিকর, কৃষ্ণকান্তাগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। "কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক-লীলাস্বাদে। গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দ-মোহিনী। গোবিন্দ সর্ব্বস্ব সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি ॥ ১।৪।৭০-৭১ ॥ * * * কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব রাধিকানাম পুরাণে ব্যাখানে ॥ ১।৪।৭৫॥"

সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী। শ্রীরাধিকা ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি; তিনি সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী,—সমস্ত সৌন্দর্য্যের, সমস্ত মাধুর্য্যের, সমস্ত কান্তির মূল আধার। "... ... কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য। তার অধিষ্ঠাত্রী শক্তি—সর্ব্বশক্তিবর্য্য ॥ সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-কান্তি বৈষয়ে যাহাতে। সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে ॥ ১।৪।৭৮-৭৯ ॥"

পূর্ণশক্তি। শ্রীরাধা পূর্ণশক্তি, আর শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্। শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বীকৃত। অভেদরূপে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ একই স্বরূপ ; কেবল লীলারস-আস্বাদনের নিমিত্তই তাঁহারা অনাদিকাল হইতে দুই স্বরূপে বিরাজিত। হ্লাদিনীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপে পৃথক স্বরূপে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে লীলারস আস্বাদন করাইতেছেন। "রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্। দুইবস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ ॥ মৃগমদ, তার গন্ধ—যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি-জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥ রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ ॥ ১।৪ ৮৩—৮৫॥" ১।৪।৮৪ পয়ারের টীকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

মূল কান্তাশক্তি। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ এক হইলেও, লীলারস-পুষ্টির নিমিত্ত শ্রীরাধাতেই প্রেমের সর্ব্বাতিশায়িনী অভিব্যক্তি। শ্রীরাধার প্রেম মাদনাখ্য-মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নীত হইয়াছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে মাদনাখ্য-মহাভাবের অভিব্যক্তি নাই। উভয়ে এক বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেমন অখণ্ড রস-স্বরূপ, শ্রীরাধাও তেমনি অখণ্ড-রস-বল্লভা, শ্রীকৃষ্ণ যেমন স্বয়ং ভগবান্, শ্রীরাধাও তেমনি স্বয়ং-শক্তিরূপা, মূল কান্তাশক্তি ; তিনি দ্বারকার মহিষীগণের, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণের এবং অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের কান্তাগণের অংশিনী। শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে ভগবৎ-স্বরূপের যে সম্বন্ধ, তাঁহার কান্তারও শ্রীরাধার সহিত সে সম্বন্ধ। যিনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাস, তাঁহার কান্তাও শ্রীরাধার বিলাস।

শ্রীরাধা যে মূল কান্তাশক্তি, সর্ব্বশক্তির অংশিনী, সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী, শাস্ত্রে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। নারদপঞ্চরাত্রে শ্রীমহাদেবের উক্তি এইরূপ। "রাধাবামাংশসম্ভূতা মহালক্ষ্মীঃ প্রকীর্ত্তিতা। ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীশ্বরস্যৈব হি নারদ ॥ তদংশা সিন্ধুকন্যা চ ক্ষীরোদমন্থনোদ্‌ভূতা। মর্ত্ত্যলক্ষ্মীশ্চ সা দেবী পত্নী ক্ষীরোদশায়িনঃ ॥ তদংশা স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ শক্রাদীনাং গৃহে গৃহে। স্বয়ং দেবী মহালক্ষ্মীঃ পত্নী বৈকুণ্ঠশায়িনঃ ॥ সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ পত্নী ব্রহ্মলোকে নিরাময়ে। সরস্বতী দ্বিধা ভূতা পুরৈব সাজ্ঞয়া হরেঃ ॥ সরস্বতী ভারতীচ যোগেন সিদ্ধযোগিনী। ভারতী ব্রহ্মণঃ পত্নী বিষ্ণোঃ পত্নী সরস্বতী ॥ রাসাধিষ্ঠাত্রী দেবী চ স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা। বৃন্দাবনে চ সা দেবী পরিপূর্ণতমা সতী ॥—যিনি ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী মহালক্ষ্মী, তিনি শ্রীরাধার বামাঙ্গ হইতে আবির্ভূতা। ক্ষীর-সমুদ্র মন্থনে উদ্ভূতা সিন্ধুকন্যা মর্ত্ত্যলক্ষ্মী, যিনি ক্ষীরোদশায়ীর পত্নী, তিনি মহালক্ষ্মীর অংশভূতা। ইন্দ্রাদি দেবগণের গৃহে গৃহে যিনি স্বর্গলক্ষ্মী নামে পরিচিতা (উপেন্দ্রাদির কান্তাশক্তি), তিনি মর্ত্ত্যলক্ষ্মীর অংশভূতা। স্বয়ং মহালক্ষ্মী বৈকুণ্ঠেশ্বরের পত্নী। তিনি নিরাময় ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার পত্নীরূপে সাবিত্রী নাম গ্রহণ করিয়াছেন। (শ্রীরাধাই রসনার অধিষ্ঠাত্রীরূপে সরস্বতী। না, প, রা, ২।৩।৫৫॥)। পুরাকালে (অনাদিকালে) হরির আদেশে সরস্বতীদেবী দ্বিবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন—সরস্বতী ও ভারতী। ভারতী ব্রহ্মার পত্নী হন এবং সরস্বতী বিষ্ণুর পত্নী

হন। স্বয়ংরূপে পরাদেবী স্বয়ং রাসেশ্বরী রাসাধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধা পরিপূর্ণতমা দেবীরূপে বৃন্দাবনে বিরাজিত। ২।৩।৬০-৬৫॥" অথর্ব্ববেদান্তর্গত পুরুষবোধিনী-শ্রুতি হইতেও জানা যায়, লক্ষ্মীদুর্গাদি শক্তি শ্রীরাধারই অংশভূতা। "যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিঃ। সিদ্ধান্তরত্ন ২।২২ অনুচ্ছেদধৃত বচন।"

ভগবৎ-প্রেয়সীগণ ভগবানের অনপায়িনী মহাশক্তিরূপা, অর্থাৎ তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কখনও ব্যবধান হয় না। "শ্রীভগবতো নিত্যানপায়িমহাশক্তিরূপাসু তৎপ্রেয়সীষু ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ৪৩॥" বেদান্তও একথা বলেন। "কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ॥ ৩।৩.৪০॥"—শ্রীভগবৎ-প্রেয়সীরূপা পরাশক্তি প্রকৃতির অতীত ভগবদ্ধামে অবস্থান করেন। শ্রীভগবান্ যখন যে লীলা প্রকটিত করেন, তখন তিনিও নিজ-নাথের কামাদি (অভিলষিত লীলাদি) বিস্তারের জন্য তদীয় অনুগামিনী হন। বিষ্ণুপুরাণেও ইহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। "নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী। যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম॥—পরাশর মৈত্রেয়কে বলিলেন, বিষ্ণুর শ্রী-(প্রেয়সী) তাঁহার অনপায়িনী (নিত্যসন্নিহিতা স্বরূপশক্তিরূপা) ও নিত্যা; তিনি জগন্মাতা। বিষ্ণু যেমন সর্ব্বগত, শ্রীও তদ্রূপ সর্ব্বগতা॥ ১.৮.১৫॥" পরাশর অন্যত্রও বলিয়াছেন—"দেবত্বে দেবদেহেয়ং মনুষ্যত্বে চ মানুষী। বিষ্ণোর্দ্দেহানুরূপং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্॥—শ্রীবিষ্ণু যেখানে যেরূপ লীলা করেন, তদীয় প্রেয়সী শ্রীও তদনুরূপ শ্রীবিগ্রহে তাঁহার লীলার সহায়কারিণী হন। দেবরূপে লীলাকারী শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে ইনি দেবী, মানুষরূপে লীলাকারীর সহিত ইনি মানুষী। ১।৯।১৪৩॥" আরও বলিয়াছেন—"এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দ্দনঃ। অবতারং করোত্যেষা তথা শ্রীস্তৎসহায়িনী॥—দেবদেব জগৎস্বামী জনার্দ্দন যেমন যেমন অবতার গ্রহণ করেন, শ্রীও তেমন তেমন রূপে তাঁহার সহায়কারিণী হন। ১।৯।১৪০॥ রাঘবত্বেঽভবৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি। অন্যেষু চাবতারেষু বিষ্ণোরেষা সহায়িনী॥—রাঘবত্বে সীতা, কৃষ্ণরূপত্বে রুক্মিণী; অন্যান্য অবতারেও ইনি বিষ্ণুর সহায়িনী॥ ১।৯।১৪২॥"

শ্রীরাধাই মূল-কান্তাশক্তি, তাই তিনি মূল-ভগবৎস্বরূপ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের লীলাসঙ্গিনী। শ্রীকৃষ্ণই যখন দ্বারকা-বিলাসী, তখন এই শ্রীরাধাই মহিষীরূপে তাঁহার লীলাসঙ্গিনী। শ্রীকৃষ্ণ যখন নারায়ণাদি ভগবৎ-স্বরূপরূপে পরব্যোমে বিহার করেন, শ্রীরাধা তখন বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণরূপে তাঁহার লীলাসঙ্গিনী হন। পদ্মপুরাণে স্পষ্টভাবেই তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শ্রীশিব পার্ব্বতীর নিকটে বলিয়াছেন—শ্রীরাধা "শিবকুণ্ডে শিবানন্দা নন্দিনী দেহিকাতটে। রুক্মিণী দ্বারাবত্যাং তু রাধা বৃন্দাবনে বনে॥ * * *॥ চন্দ্রকূটে তথা সীতা বিন্ধ্যে বিন্ধ্যনিবাসিনী॥ বারাণস্যাং বিশালাক্ষী বিমলা পুরুষোত্তমে॥ প, পু, পা, ৪৬।৩৬-৮॥" শ্রীশিব আরও বলিয়াছেন—"বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্মৈ প্রসীদতা।—শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া শ্রীরাধাকে বৃন্দাবনের আধিপত্য দিয়াছেন। প, পু, পা, ৪৬।৩৮॥"

বহিরঙ্গা মায়াশক্তির অংশিনীও শ্রীরাধা। নারদপঞ্চরাত্র বলেন—জগতের সৃষ্টিসময়ে শ্রীরাধাই মূলপ্রকৃতি ও ঈশ্বরী এবং যে মহাবিষ্ণু হইতে জগতের সৃষ্টি, তিনিও শ্রীরাধা হইতে উদ্ভূত। "সৃষ্টিকালে চ সা দেবী মূল-প্রকৃতিরীশ্বরী। মাতা ভবেন্মহাবিষ্ণোঃ স এব চ মহান্ বিরাট্॥ ২।৬।২৫॥" মহাবিষ্ণু হইতে জগতের উদ্ভব, আবার শ্রীরাধা হইতে মহাবিষ্ণুর উদ্ভব বলিয়া শ্রীরাধাকে তত্ত্বতঃ জগন্মাতাও বলা যায়। "শ্রীকৃষ্ণো জগতাং তাতো জগন্মাতা চ রাধিকা॥ না, প, রা, ২।৬।৭॥" বহিরঙ্গা মায়াশক্তি যে শ্রীরাধারই অংশ, পদ্মপুরাণ হইতেও তাহা জানা যায়। "বহিরঙ্গৈঃ প্রপঞ্চস্য স্বাংশৈর্মায়াদিশক্তিভিঃ। অন্তরঙ্গৈস্তথা নিত্যং বিভূত্যৈস্তৈশ্চিদাদিভিঃ॥ গোপনাদুচ্যতে গোপী রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা॥—কৃষ্ণবল্লভা শ্রীরাধিকা নিজের বহিরঙ্গ-অংশরূপা মায়াদিশক্তিদ্বারা এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ-বিভূতিরূপা চিদাদিশক্তিদ্বারাও প্রপঞ্চের গোপন (রক্ষণ) করেন বলিয়া তাঁহাকে গোপী (রক্ষাকারিণী, পালনকর্ত্রী) বলা হয়॥ ৫০।৫১ ২॥" মায়া শ্রীরাধার কিরূপ বহিরঙ্গ অংশ, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে তাহা জানা যায়। শ্রীরাধা স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সর্পকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শুষ্ক চর্ম্ম (সাপের খোলস) সর্পের যেরূপ অংশ (বহিরঙ্গ অংশ), জড়মায়াও স্বরূপশক্তির সেইরূপ বহিরঙ্গ অংশ বা বিভূতি। "স যদজয়াত্ব-জামনুশয়ীত গুণাংশ্চ পুষন্"—ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের (১০.৮৭।৩৮ শ্লোকের টীকায় শ্রীলবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—

"মায়াশক্তির্হি তব স্বরূপভূতযোগমায়োত্থাতদ্বিভূতিরেব যদুক্তা নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসম্বাদে অস্যা আবরিকা-শক্তির্মহামায়েখিলেশ্বরী। যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ। ইতি সা অংশভূতা তয়া স্বস্বরূপত্বেন অনভিমন্যমানা স্বতঃ পৃথক্কৃত্যত্যক্তা ভবতি সৈব বহিরঙ্গা মায়াশক্তিরিত্যুচ্যতে। তত্র দৃষ্টান্তঃ। অহিরিব ত্বচম্। অহির্যথা স্বতঃ পৃথক্কৃত্যত্যক্তাং ত্বচং কঞ্চুকাখ্যাং স্বস্বরূপত্বেন নৈব অভিমন্যতে তথৈব তাং ত্বং জহাসি যত আত্তভগঃ নিত্যপ্রাপ্তৈশ্বর্য্যঃ।—শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—সর্পের কঞ্চুকাখ্য-শুষ্কত্বকের ন্যায় বহিরঙ্গা মায়াশক্তিও তোমার স্বরূপভূতযোগমায়ার (স্বরূপশক্তির) বিভূতি। তুমি নিত্যপ্রাপ্তৈশ্বর্য্য বলিয়া তাহাকে অঙ্গীকার করিতেছ না।

পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডে শ্রীরাধার প্রতি নারদের উক্তি হইতে জানা যায়—"তত্ত্বং বিশুদ্ধসত্ত্বাসু শক্তির্ব্বিদ্যাত্মিকা পরা। পরমানন্দসন্দোহং দধতী বৈষ্ণবং পরম্॥ কলয়াশ্চর্য্যবিভবে ব্রহ্মরুদ্রাদিদুর্গমে। যোগীন্দ্রাণাং ধ্যানপথং ন ত্বং স্পৃশসি কর্হিচিৎ॥ ইচ্ছাশক্তির্জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তি স্তবেশিতুঃ। তবাংশমাত্রামিত্যেবং মনীষা মে প্রবর্ত্ততে॥ মায়া-বিভূতয়োঽচিন্ত্যাস্তন্মায়ার্ভকমায়িনঃ। পরেশস্য মহাবিষ্ণোস্তাঃ সর্ব্বাস্তে কলাঃ কলাঃ॥—বিশুদ্ধসত্ত্বসমূহের মধ্যে তুমিই তত্ত্ব (হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিদ্রূপ বিশুদ্ধসত্ত্বের মূল—অর্থাৎ স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাত্রী), তুমি পরাশক্তিরূপা, পরাবিদ্যাত্মিকা। তুমিই বিষ্ণুসম্বন্ধী পরম-আনন্দসন্দোহ ধারণ করিতেছ। হে ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবগণ দুর্গমে! তোমার বিভব প্রত্যেক অংশেই আশ্চর্য্য। তুমি কখনও যোগীন্দ্রগণের ধ্যানপথ স্পর্শ কর না। ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি তোমারই অংশমাত্র। তুমিই সর্ব্বশক্তির ঈশ্বরী (তবেশিতুঃ)। অর্ভকমায়াধারী (যোগমায়ার প্রভাবে যিনি শ্রীযশোদার অর্ভক-বালক-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই) ভগবান্ মহাবিষ্ণুর (পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের) যে সকল মায়াবিভূতি আছে, সে সকল তোমারই অংশস্বরূপ॥ ৪০।৫৩-৫৬॥" শ্রীরাধা যে সর্ব্বশক্তিগরীয়সী, সর্ব্বশক্তির অধিষ্ঠাত্রী—অংশিনী, শ্রীনারদের উল্লিখিত বাক্য হইতে তাহাই জানা গেল।

শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ এবং সর্ব্বগুণের ও সর্ব্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী, একথা শ্রীজীবগোস্বামীও বলিয়াছেন। "পরমানন্দরূপে তস্মিন্ গুণাদিসম্পল্লক্ষণানন্তশক্তিবৃত্তিকা স্বরূপশক্তিঃ দ্বিধা বিরাজতে। তদন্তরেঽনভি-ব্যক্তনিজমূর্ত্তিত্বেন তদ্বহিরপ্যভিব্যক্তলক্ষ্ম্যাখ্যমূর্ত্তিত্বেন। ইয়ং চ মূর্ত্তিমতী সতী সর্ব্বগুণসম্পদধিষ্ঠাত্রী ভবতি।—যে স্বরূপশক্তির গুণাদিসম্পদ্রূপা অনন্ত শক্তিবৃত্তি আছে, সেই শক্তি পরমানন্দরূপ শ্রীভগবানে দুইরূপে বিরাজিত—তাঁহার মধ্যে অনভিব্যক্ত-নিজমূর্ত্তিতে (অর্থাৎ কেবল শক্তিরূপে), আর বাহিরে লক্ষ্মীনাম্নী মূর্ত্তি অভিব্যক্ত করিয়া। এই স্বরূপশক্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া সর্ব্বগুণের ও সর্ব্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী হন। প্রীতিসন্দর্ভঃ। ১২০॥"

শ্রীরাধা পূর্ণাশক্তি। "স্মরতি চ॥ ২।৩।৪৫॥" —এই বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্যে এবং সিদ্ধান্তরত্নগ্রন্থের ২।২২ অনুচ্ছেদে, অথর্ব্ববেদান্তর্গত পুরুষবোধিনী শ্রুতির উল্লেখপূর্ব্বক শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"রাধাদ্যাঃ পূর্ণাঃ শক্তয়ঃ॥" টীকায় তিনি লিখিয়াছেন—"রাধাদ্যা ইতি আদ্যশব্দেন চন্দ্রাবলী গ্রাহ্যা।—আদিশব্দে চন্দ্রাবলীকে বুঝায়।" উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—শ্রীরাধা এবং চন্দ্রাবলীর মধ্যে শ্রীরাধাই সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠা। "তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে শ্রীরাধা সর্ব্বথাধিকা।" সুতরাং শ্রীরাধাই পূর্ণতমা শক্তি। "রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষু।"—ইত্যাদি ঋক্‌পরিশিষ্টবাক্য হইতেও শ্রীরাধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইতেছে।

শ্রীরাধা কৃষ্ণ-গতজীবনা; কৃষ্ণ ভিন্ন তিনি আর কিছুরই অনুসন্ধান রাখেন না; তাঁহার বদনে কৃষ্ণকথা, নয়নে কৃষ্ণরূপ, নাসায় কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ, শ্রবণে কৃষ্ণবংশীধ্বনি যেন সর্ব্বদাই স্ফুরিত হইতেছে। তাঁহার—"কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ অবতংস কানে। কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ প্রবাহ বচনে॥ ২।৮।১৪০॥" শ্রীরাধা … "কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস-মধুপান। নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম॥ কৃষ্ণের বিশুদ্ধ-প্রেম-রত্নের আকর। অনুপম গুণগণ পূর্ণ কলেবর॥ ২।৮। ১৪১-৪২॥" শ্রীরাধা … "কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে। যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥ ১।৪।৭৩॥" আবার … "জগত-মোহন কৃষ্ণ—তাঁহার মোহিনী। অতএব সমস্তের পরাঠাকুরাণী॥ ১।৪।৮২॥"

শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত শক্তির, সমস্ত ঐশ্বর্য্যের, সমস্ত মাধুর্য্যের আধার। তিনি পূর্ণতম-তত্ত্ব, তথাপি শ্রীরাধার প্রেম তাঁহাকে যেন ক্রীড়নকের মত নৃত্য করাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিতেছেন—"পূর্ণানন্দময় আমি, চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব। রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত॥ না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥ রাধিকার প্রেম—গুরু, আমি—শিষ্য—নট। সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥ ১।৪।১০৬-৮॥"

শ্রীকৃষ্ণ পরম-স্বতন্ত্র পুরুষ হইয়াও প্রেমের বশীভূত। যে ভক্তে প্রেমের বিকাশ যত বেশী, সেই ভক্তের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতাও তত বেশী। শ্রীরাধায় প্রেমের সর্ব্বাধিক বিকাশ, সুতরাং শ্রীরাধার প্রেমের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতাও সর্ব্বাধিক।

"কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে। যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥ এই প্রেমের অনুরূপ না পারে ভজিতে। অতএব ঋণী হয়—কহে ভাগবতে॥২।৮।৭০-৭১॥" বেদধর্ম্ম-কুলধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ যেভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন, তদনুরূপভাবে গোপীদের সেবা করা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অসম্ভব। তাই তিনি নিজমুখে তাঁহাদের নিকটে নিজের চিরঋণিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। "ন পারয়েঽহং নিরবদ্য-সংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ। যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্ বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ শ্রীভা, ১০।৩২।২২॥" ইহাতে গোপীদিগের প্রেমের মাহাত্ম্য এবং সর্ব্বগোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধার সর্ব্বাতিশায়ী প্রেম-মাহাত্ম্য সূচিত হইতেছে।

শ্রীরাধার প্রেম শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-বিকাশক; তাই মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধা যখন পার্শ্বে দণ্ডায়মানা থাকেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য এতই বিকশিত হয় যে, তাহার দর্শনে স্বয়ং মদন পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া যায়। "রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ। অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥ গোবিন্দলীলামৃত।৮।৩২॥"